নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সাথে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন বিষয়ে

১. সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যঃ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের সুষম ও পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর উক্ত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। অন্যদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ এর ছাত্র-ছাত্রীদের পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করে থাকে। এমতাবস্থায়, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক এর মধ্যে সমন্বয়সাধন ও পারস্পরিক তথ্য/উপাত্তের সহজগম্যতা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যে নগর ও অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সুষম উন্নয়ন সাধনে; উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের সমস্যা সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করাই এই **সমঝোতা স্মারকের** উদ্দেশ্য।

২. সমঝোতা স্মারকের আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সেক্টরাল কার্যক্রম সম্পাদনে উভয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে যৌথভাবে সম্পন্ন করা।

৩. সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল ঃ

এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ হবে ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত। তবে পারস্পরিক আলোচনা ও লিখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত সময় বাড়ানো বা কমানো যাবে, অন্যথায় চলমান বা বন্ধ করা যাবে। তবে বন্ধকরার ক্ষেত্রে তিন মাস পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে পরস্পরকে জ্ঞাত করতে হবে।

৪. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দায়িত্বসমূহ ঃ

ক) ভূমি ও পরিবেশের যথাযথ মিথস্ক্রীয়া সাধনের লক্ষ্যে দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন সহ SDG, Sendai Frame Work, Habitat-III তথা বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবংবাস্তব জ্ঞান সংশ্লিষ্ট Sectoral Agency কে চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ করবে।

খ) নগর উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা সহ এর ফলাফল উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবনে কাজ করবে।

গ) Stakeholder গণের সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও ওয়ার্কসপের আয়োজন করবে।

ঘ) নগরায়ন ও মানব বসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয়ে প্রকাশনা প্রকাশ করবে।

৫. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ ঃ

ক) পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং প্রচারে সহায়তা করবে।

খ) বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম যেমন সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি কার্যক্রম আয়োজনে সহযোগিতা করবে।

গ) পরিকল্পনা পদ্ধতি উন্নয়নে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা রমাধ্যমে একসাথে কাজ করবে।

ঘ) নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের পাঠ্যসূচীতে প্রয়োগিক বিষয়সমূহ (যতটা সম্ভব) অন্তর্ভূক্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬. যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়নি তাহা পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নির্ধারন করা হবে।

৭. উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পাদনে আর্থিক বিষয় বিবেচ্য নয়। এই ক্ষেত্রে স্ব স্ব সংস্থা নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করবে।

স্বাক্ষর

প্রফেসর শেখ মো. মনজুরুল হক
ট্রেজারার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

স্বাক্ষর

ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পরিচালক
নগরউন্নয়নঅধিদপ্তর, ঢাকা

স্বাক্ষর

প্রফেসর ড. মো. শফিক-উর রহমান
সভাপতি
নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

স্বাক্ষর

আহমেদ আখতারুজ্জামান
উপ-পরিচালক (গবেষণা ও সমন্বয়) অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

AO

৩০.০৪.১৮

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর (ইউডিডি) এবং টেকসই ও নরায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন বিষয়ে।

১.সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের প্রেক্ষাপটঃ

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) সরকারের একটি নোডাল এজেন্সী (Nodal Agency) হিসেবে দেশব্যাপী নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও প্রসারের পাশাপাশি জ্বালানি সাশ্রয় ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাযক্রম পরিচালনাসহ এর প্রচার ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের সুষম ও পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উক্ত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে।

২. সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্যঃ

ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাব্যতাকে বিবেচনায় নিয়ে ময়মনসিংহে নতুন বিভাগীয় শহর'সহ অন্যান্য শহর/অঞ্চল/গ্রাম/পর্যটন এলাকা ইত্যাদির পরিকল্পনা প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান এবং প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ নির্ধারণে পারস্পরিক সহযোগিতায় যৌথভাবে কাজ করার জন্য উভয়পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা প্রয়োজন।

৩. সমঝোতা স্মারকের আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশলঃ

বিভিন্ন সেক্টরাল কার্যক্রম উভয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে যৌথভাবে সম্পন্ন করা।

৪. সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকালঃ

এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল হবে ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত। তবে পারস্পরিক আলোচনা ও লিখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই সময় বাড়ানো বা কমানো যাবে। অন্যথায়, চলমান বা বন্ধ করা যাবে। তবে বন্ধ করার ক্ষেত্রে এক মাস পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে পরস্পরকে জ্ঞাত করাতে হবে।

৫. নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দায়িত্ব সমূহঃ

ক) ভূমি ও পরিবেশের যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ SDG Frame Work, Habitate-III তথা বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন Sectoral Agency কে চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ করবে।

খ) "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" বিবেচনা করে গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের সুযোগ রাখবে।

গ) নগর পরিকল্পনায় জ্বালানী দক্ষতা এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ঘ) নগরায়ন ও জ্বালানী নিরাপত্তা যেন যুগপৎ চলমান থাকে সেজন্য উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঙ) নগর উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনাসহ এর ফলাফল উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবনে কাজ করবে।

চ) Stakeholder গণের সমন্বয়ে গ্রীন বিল্ডিং, জ্বালানী দক্ষতা এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে।

ছ) নগরায়ন ও মানব বসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয়ে প্রকাশনা প্রকাশ করবে।

৬. <u>টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) এর দায়িত্ব সমূহঃ</u>

ক) পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন প্রকল্পে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কারিগরি পলিসি ও পরামর্শ সেবা প্রদান করবে।

খ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রমের প্রসারে ও প্রচারে সেমিনার, কর্মশালা, গোলটেবিল বৈঠকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

গ) স্থাপনা নির্মাণে গ্রীন বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ণ, গ্রীন বিল্ডিং তৈরী এবং জ্বালানি সাশ্রয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭. বর্ণিত সমঝোতা স্মারকে যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়নি কিন্তু পরবর্তীতে প্রয়োজন সাপেক্ষে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে তা উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নির্ধারণ করা হবে।

৮. উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পাদনে আর্থিক বিষয় সম্পৃক্ত নয়। এই ক্ষেত্রে স্ব স্ব সংস্থা নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করবে।

স্বাক্ষর

১৫.৩.২০১৮

(সালিমা জাহান)
সদস্য (যুগ্ম-সচিব), নবায়নযোগ্য জ্বালানি
স্রেডা, বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা

স্বাক্ষর

15.03.2018

(ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক)
পরিচালক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বাক্ষী

১৫/৩/১৮

(মোঃ মনজুর মোরশেদ)
পরিচালক (নবায়নযোগ্য জ্বালানি)
স্রেডা, বিদ্যুৎ বিভাগ।

স্বাক্ষী

(আহমেদ আখতারুজ্জামান)
উপ-পরিচালক (গবেষণা ও সমন্বয়)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সাথে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এর স্থাপত্য বিভাগ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন বিষয়ে।

১. **সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যঃ**
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের সুষম ও পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে এবং একই সাথে, উক্ত বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। অন্যদিকে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এর স্থাপত্য বিভাগ এর ছাত্র-ছাত্রীদের স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করে থাকে, যার মধ্যে স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনা বিষয়ক মৌলিক শিক্ষা এবং গবেষণা অন্তর্ভূক্ত। এমতাবস্থায়, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক এর মধ্যে সমন্বয় সাধন ও পারস্পরিক উপাত্ত, তথ্য এবং জ্ঞান এর সহজগম্যতা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।
এ লক্ষ্যে নগর ও অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সুষম উন্নয়ন সাধনে; উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের সমস্যাসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এর স্থাপত্য বিভাগ ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করাই এই সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য।
এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিকভাবে গবেষণা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কসপ ইত্যাদির আয়োজন করা এবং এর মাধ্যমে তথ্য বিনিময় অধিকতর সহজ এবং কার্যোপযোগী করা – এই সমঝোতা স্মারকের আওতাধীন বলে গণ্য হবে।

২. **সমঝোতা স্মারকের আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশলঃ**
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক কার্যক্রম সম্পাদনে উভয়পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে যৌথভাবে সম্পন্ন করা।

৩. **সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকালঃ**
এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদকাল হবে ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত। তবে পারস্পরিক আলোচনা ও লিখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে উক্ত সময় বাড়ানো বা কমানো যাবে অথবা বন্ধ করা যাবে। তবে বন্ধ করার ক্ষেত্রে তিন মাস পূর্বে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে পরস্পরকে অবগত করতে হবে।

৪. **নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের দায়িত্ব সমূহঃ**
- ক) ভূমি ও পরিবেশের যথাযথ মিথষ্ক্রিয়া সাধনের লক্ষ্যে দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনসহ SDG, Sendai Frame Work, Habitat-III তথা বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় কার্যক্রম গ্রহণ ও তথ্য প্রদান করা এবং বাস্তব জ্ঞান সংশ্লিষ্ট Sectoral Agency কে চাহিদার ভিত্তিতে সরবরাহ করা।
- খ) তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র যেমন মানচিত্র, আইনী দলিল, নীতিমালা ও বিধানসমূহ ইত্যাদি (তবে শুধুমাত্র উল্লেখিত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়) সরবরাহ করা যা শুধুমাত্র একাডেমিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।
- গ) নগর উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনাসহ এর ফলাফল উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবনে কাজ করা।
- ঘ) Stakeholder গণের সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ও ওয়ার্কসপের আয়োজন করা।
- ঙ) নগরায়ন ও মানব বসতি সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ বিষয়ে প্রকাশনা প্রকাশ করা।
- চ) স্থাপত্য বিভাগের অনুশীলনে লব্ধ উপাত্ত, তথ্য এবং জ্ঞান নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় (যতদূর সম্ভব) প্রয়োগ করা।

৫. **মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি এর স্থাপত্য বিভাগ এর দায়িত্বসমূহঃ**
- ক) পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং প্রচার ও প্রকাশনায় সহায়তা করা।
- খ) বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম যেমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি কার্যক্রম আয়োজন করা এবং আয়োজনের ক্ষেত্রে অবশ্যই একাডেমিক বিষয় গুলোকে বিবেচনায় রাখা।
- গ) পরিকল্পনা পদ্ধতি উন্নয়নে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একসাথে কাজ করা।
- ঘ) স্থাপত্য বিভাগের পাঠ্যসূচীতে প্রায়োগিক বিষয়সমূহ (যতটা সম্ভব) অন্তর্ভূক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

৬. এই স্মারকে যে সকল বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়নি তা পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে নির্ধারন করা ও প্রয়োজনে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা।

৭. উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পাদনে আর্থিক বিষয় বিবেচ্য নয়। এই ক্ষেত্রে স্ব স্ব সংস্থা নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করবে। তবে প্রয়োজনে নগর কেন্দ্রিক স্থাপত্য ও পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রমে স্ব-স্ব নিজস্ব তহবিল গঠন করলে অন্য সংস্থার কোন আপত্তি থাকবেন না।

স্বাক্ষর

(কে এম সালজার হোসেন)
ব্রিগেঃ জেনাঃ
ডিন, ফ্যাকাল্টি অব সিই এবং
বিভাগীয় প্রধান, স্থাপত্য বিভাগ
এমআইএসটি, মিরপুর সেনানিবাস

স্বাক্ষী

(এম শফিকুল ইসলাম মন্ডল)
কমান্ডার, বিএন

স্বাক্ষর

21.03.2018
(ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক)
পরিচালক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

আর্কিটেকচার বিভাগ

স্বাক্ষী

(আহমেদ আখতারুজ্জামান)
উপ-পরিচালক (গবেষণা ও সমন্বয়) (অঃদাঃ)
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা